অর্পণ

প্রিয় আবদুস সাবুর খান সুমন ভাইকে
আমার দেখা দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন মানুষ।
জালিমের জিন্দানখানা থেকে আল্লাহ দ্রুত তাকে মুক্তি দান করুন।

অনুবাদক

নাজমুল হক সাকিব। তরুণ আলিম। লেখক, অনুবাদক ও খতিব। জন্ম ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর। তাকমিল ফিল হাদিস সমাপ্ত করেছেন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর থেকে। '*শব্দতরু*' থেকে তার অনূদিত বই '*নবজীবনের সন্ধানে*' প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

রমাদান। মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যে সময়ে মুমিন তার রবের সাথে নিজের সম্পর্ককে ঝালাই করে নেয়। রবের দুয়ারে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়। তাই আমাদের পূর্বসূরিগণ রমাদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। রমাদানের জন্য দিন গণনা করতেন। বছরের অবশিষ্ট সময়ে রমাদানের জন্য প্রতীক্ষা করতেন। রমাদান এলেই সজীব হয়ে উঠতো তাদের হৃদয়। আলোকিত হয়ে উঠতো তাদের মসজিদ। ইবাদত ও আল্লাহপ্রেমের এক জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হতো চারিদিকে।

রমাদান ও রমাদানের বাইরে আমাদের পূর্বসূরিদের সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত ও যিকিরের গল্পগুলো শুনলে আমাদের কাছে কেমন বিস্ময়কর মনে হয়। আমাদের মস্তিষ্ক বিষয়গুলোকে সহজে ধারণ করে নিতে পারে না। তাদের সেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে আলোচনা করা হলে কেমন আশ্চর্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আমরা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এমনটিও কি সম্ভব? কেউ কেউ আরেক ধাপ আগ বেড়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেন এবং নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন

ছুঁড়ে দেন। আমাদের এ আচরণ মূলত আমাদের পদস্খলনের চিহ্ন। পূর্বসূরিদের সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকা, এক রাতে কুরআন খতম করা, ইশার অযুতে বছরের পর বছর ফজরের সালাত আদায় করা; এসব ঘটনাকে অবিশ্বাস্য মনে করা মূলত আমলের দিক থেকে আমাদের দৈন্যেরই প্রমাণ। মূলত সালাফের দ্বীন আমাদের কাছে দিনদিন কেমন যেন অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। দ্বীন যেমন অপরিচিত অবস্থায় এসেছিল তেমনই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

বক্ষমান পুস্তিকাটি শাইখ খালিদ আর-রাশিদ হাফিযাহুল্লাহর রমাদান সংক্রান্ত একটি খুতবার সংকলন। শাইখের খুতবার এক অসাধারণ হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমা রয়েছে। কান্নামাখা কণ্ঠে তার কথাগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ে আঁচড় কাটে। তিনি কথা বলেন উম্মাহর জন্য অসামান্য দরদকে বুকে ধারণ করে। তার খুতবার সেই বৈশিষ্ট্যটুকু অনুবাদে কতটুকু রক্ষা পেয়েছে সে বিশ্লেষণ অবশ্যই পাঠক করবেন। আমরা শুধু আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাটুকু করতে পেরেছি। আল্লাহ শাইখকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে দ্রুত মুক্তি দান করুন।

পাণ্ডুলিপিটি যখন প্রস্তুত তখন আমাদের মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা ভাইরাস নামক এক বৈশ্বিক মহামারির আক্রমণে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে এক আতঙ্কময় পরিবেশ বিরাজ করছে। যেন ঘনবসতিপূর্ণ কোলাহলময় এই জনপদকে মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সামনে রমাদান। তার আগেই আমাদের মসজিদের দুয়ারগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাক এমনটি সবার কামনা। বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববী-সহ সকল মসজিদগুলো আবারও ঈমানদারদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠুক এটাই সবার প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সকল প্রকার কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

নাজমুল হক সাকিব
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
১৫ই শাবান, ১৪৪১ হিজরি।

সূচিপত্র

প্রতীক্ষার রমাদান ⁞ ১৫
পূর্বসূরি নারীদের গল্প ⁞ ৩৯
সিয়াম পালনকারীদের প্রকারভেদ ⁞ ৪৪
রমাদান হলো শক্তি অর্জনের মাস, বীরত্ব অর্জনের মাস ⁞ ৪৭
রমাদানে আমাদের অবস্থা ⁞ ৪৮

প্রতীক্ষার রমাদান

গত বছর এই সময়ে আমরা রমাদানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সিয়ামের মাসের প্রতীক্ষায় ছিলাম। অনেকে রমাদানের জন্য দিন গণনাও করছিলাম। কিন্তু তারপর কি হলো?

পুরো একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস পার হয়ে গেল। পূর্ণ একটি বছর তার তাবু গুটিয়ে নিল। চাদর টেনে নিল। সবকিছু নিয়ে বিদায় হয়ে গেল। আমাদের ভালো ও মন্দ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করে চলে গেল। আল্লাহ বড় সত্য বলেছেন।

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾

'কথার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে?'[১]

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً﴾

'আলোচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে?'[২]

﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

১. সুরা নিসা ৪ : ১২২।
২. সুরা নিসা ৪ : ৮৭।

‘আর সেই দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে পরিবর্তন করে দিই। যাতে আল্লাহ (কর্মের মাধ্যমে) চিনে নিতে পারেন ঈমানদারদেরকে এবং তোমাদের মধ্য থেকে গ্রহণ করতে পারেন কিছু শহিদ। আর আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।’[৩]

হাফিয ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এভাবেই একে একে দিনগুলো আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদেরকে অনবরত নির্ধারিত মেয়াদের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

আমাদের জীবন থেকে যে মুহূর্ত ও সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে গেল তা আর কখনোই ফিরে আসবে না।

যদি আমরা জগতের সকল পাহাড়গুলোকে ওজন করে তার অনুরূপ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য খরচ করি তবুও তা কিছুতেই আমাদের নিকট ফিরে আসবে না।’

আপনার প্রতিটি নিশ্বাস গণনা করা হচ্ছে।

আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আপনার মেয়াদ নির্ধারণ করা আছে।

---

৩. সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৪০।

আপনি চাইলেও তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তাই সময় হাতে থাকতে সতর্ক হোন।

আপনার ওপর আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার জীবনকে দীর্ঘ করে দিয়েছেন। জীবনে তিনি বহুবার আপনাকে এই মহান মাসটি লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। একটু ভেবে দেখুন, মৃত্যু কত মানুষকে আজ অনুপস্থিত করে দিয়েছে। কত প্রিয়জনকে মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছে।

একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন, গত রমাদানে কত মানুষ আমাদের সাথে সিয়াম পালন করেছিল। ঈদের সালাত আদায় করেছিল। অবশেষে মৃত্যু তাদের অনুপস্থিত করে দিয়েছে। কোথায় তারা আজ?

আপনি এই হাদিসটি স্মরণ করুন,

اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك.

‘পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গনিমত মনে করো। মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। দারিদ্র্যের পূর্বে ধনাঢ্যতাকে।’[৪]

৪. মুসতাদরাকে হাকেম : ৭৮৪৬। হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন! আপনি উত্তম মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। ঠিক যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তেমন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,

أي الناس خير؟!

'কোন মানুষটি উত্তম?'

তিনি বললেন,

من طال عمره وحسن عمله

'যে দীর্ঘ জীবন লাভ করল এবং নিজের আমলকে সুন্দর করল।'[৫]

কবির ভাষায়,

ভস্ম হোক সে হৃদয় যা আপনাকে ছাড়া অন্তরঙ্গতা অনুভব করে।

আমি চাই না সে হৃদয় যা অন্যকে পছন্দ করে।

আল্লাহ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ

৫. সুনানে তিরমিযি : ২৩৩০। মুসনাদে আহমাদ : ২০৫০৪। হাদিসটি হাসান।

فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

'রমাদান মাস। যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শনকারী, স্পষ্ট পথনির্দেশক ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে এ মাসটি পেয়ে যাবে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে সে যেন অন্য সময়ে তা গণনা করে আদায় করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। সুতরাং তোমরা গণনাকে পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারো।'[৬]

ইমাম আহমাদ ও নাসায়ি আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে রমাদান আগমনের সুসংবাদ দিতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন,

قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله

৬. সুরা বাকারা ২ : ১৮৫।

عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتُغل فيه الشيطان فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم

'তোমাদের নিকট আগমন করেছে রমাদান মাস। যা বরকতপূর্ণ মাস। এ মাসটিতে সিয়াম পালন করা আল্লাহ তোমাদের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানকে বন্দি করা হয়। এ মাসের রয়েছে এমন একটি রজনি যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে প্রকৃত বঞ্চিত।'[৭]

ইবনে রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রমাদান মাসের আগমনে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রে এ হাদিসটি হলো মূল।

মুমিন সুসংবাদ গ্রহণ না করে কীভাবে থাকবে?! জান্নাতের দুয়ারগুলো তো তার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাপাচারী ব্যক্তি আনন্দিত না হয়ে কীভাবে থাকবে? জাহান্নামের দরজাগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে। শয়তানের বন্দিদশার খবর পেয়ে একজন বুদ্ধিমান মানুষ কি আনন্দিত না হয়ে পারে? এর চেয়ে সুন্দর সময় বুদ্ধিমান মুমিনের জন্য আর কোনটি হতে পারে বলুন?

৭. সুনানে নাসায়ি : ২১০৬। মুসনাদে আহমাদ : ৭১৪৮। হাদিসটি সহিহ।